মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

উদ্দীপক # ১১
স্বাধীনতা শব্দটিতে লেগে আছে
লালিমা রঙিন রক্ত
দীর্ঘ নয় মাস বুকের রক্ত ঢেলে
পেয়েছি স্বদেশচিত্র!

স্বদেশ আমার অহংকার
স্বদেশ আমার অলংকার

ক) "রেইনকোট" গল্পটি কতসালে প্রকাশিত?
খ) " রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন"-- ব্যাখ্যা করো।
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে " রেইনকোট" গল্পটি কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখাও।
ঘ) স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য বাঙালি জনসাধারণের আত্মত্যাগই উদ্দীপকের কবিতাংশ এবং "রেইনকোট " গল্পের মূল প্রতিপাদ্য -- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

নমুনা উত্তর   ক ও খ
গ ও ঘ   সাংকেতিক উত্তর

ক) "রেইনকোট" গল্পটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খ) " ,রেইনকোট" গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বর্ষাঋতুর সহায়ক ভূমিকার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ইতিহাস হতে জানতে পারি , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে জার্মান বাহিনী রাশিয়ায় পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্ষাঋতুর কারণে পাকবাহিনী একইভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলার ঝড়-বৃষ্টির সাথে হানাদারদের পরিচয় ছিল না । ফলে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাথে বর্ষাঋতুর সাথেও লড়তে হয়েছিল। `রোনিকোট` গল্পে বর্ষাঋতুকে তাই জেনারেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

গ) নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনার দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

দীর্ঘ নয়মাস নিপীড়ন চালিয়ে যায় এদেশের ওপর। কিন্তু এ অত্যাচার বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

উদ্দীপকে পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। রেইনকোট গল্পেও পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ও হত্যার রক্তাক্ত চিত্র উঠে এসেছে। আর এ দিকটিই গলাপ ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ঘ) স্বাধীনতা অর্জন করতে সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের রূপায়ন ঘটেছে "রেইনকোট" গল্পে।

নির্যাতনের ভয়াবহতা বাংলার সূর্যসন্তানদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। বরং বীর বিক্রমে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বুকের রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাস্তব চিত্রের বর্ণনাপিাওয়া যায়। স্বাধীনতার জন্য এমন ত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হানাদানদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য বাঙালি।

রেইনকোট গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাকিস্তানি বাহিনীর বব্র নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। সর্বোপরি পাকহানাদারদের পরাজিত করে বিশ্বমানচিত্রে অহংকারে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আত্মত্যাগের চিত্র উদ্দীপকে এবং রোনিকোট গল্পেও পাওয়া যায়।

উদ্দীপক ১২
হেমন্ত রেখা বিকেলে ছুঁয়েছে আমায়
নরোম রোদের স্পর্শে
ঘনায় আবির রঙ গোধুলির রঙে নামে
নস্টালজিক বোধ
হামাগুড়ি দেয় ঈষদুষ্ণ উত্তরার বাতায়ন
সন্ধ্যা নীরবে গড়ায় রাতজাগা মোহিনীর বুক।

ক) কবির চেতনার পা কী রঙের?
খ);লোক থেকে লোকান্তর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ) উদ্দীপকে " নরোম রোদের " স্পর্শে বলতে 'লোক - লোকান্তর' কবিতার যে দিক উন্মোচিত হয়েছে তা ব্যখ্যা করো।
ঘ) উদ্দীপকটি " লোক -লোকান্তর" কবিতার কবির কোন অবস্থাকে প্রশমিত করার জন্য যথেষ্ট তা প্রমাণ করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) কবির চেতনার পা সবুজ রঙের

খ) লোক থেকে লোকান্তরে বলতে এমন এক জগতকে বোঝানো হয়েছে যা কাব্যচেতনাকে ঘিরে আবর্তিত।

সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন। উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয় কবির চেতনার মধ্যে। পৃথিবীর কোন বিধি বিধান , কোন নিয়মকানুন , কোন ধর্ম কোন সমাজ সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর থাকেন না। তখন সবকিছুই তুচ্ছ মনে হয়। তখন কবি স্তব্ধ হয়ে আহত কবির গান শুনতে পান।সেখানে কবিতার বিজয়ানন্দ বিরাজমান থাকে।

গ) উদ্দীপকটি "লোক-লোকান্তর" কবিতার কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত বাংলার সৌন্দর্য নরোম রোদের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক সে দিকটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কবি অবিচ্ছেদ্যভাবে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে । কবির চেতনায় মিশে আছে গ্রাম বাংলার অপার সৌন্দর্য । নরোম রোদ বিকেলের অপরূপতাকে ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকেও হেমন্ত রেখার বিকেলের অপরূপ সৌন্দর্য গোধুলির আবির রঙা অনন্য সৌন্দর্য চিরায়ত বাংলার সৌন্দর্য ও কবি হৃদয়ও অবিচ্ছেদ্য সেটিই "লোক -লোকান্তর" কবিতায়ও উচ্চারিত।

ঘ) উদ্দীপকটি " লোক-লোকান্তর" কবিতার কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের অবস্থাকে প্রশমিত করবার জন্য যথেষ্ট।

কবিতার পরতে পরতে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কতনা গভীরভাবে অনুভব করেছেন। তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না কবি। প্রকৃতি ও সৃষ্টির মাঝেই তাঁর বসবাস।

`লোক - লোকান্তর` কবিতায় সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবি প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। প্রকৃতির এ রূপ- মাধুর্যকেই কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথেছেন। উদ্দীপকের কবিও বাংলার মাঝে হেমন্তের সৌন্দর্য নরোম রোদের বিকেলের সৌন্দর্য অবগাহনে কখনো নস্টালজিক হোন সন্ধ্যায় ।

উদ্দীপকের কবি ধীরে ধীরে মোহিনী তথা ঘরণীর আশ্রয়ে আনন্দ খোঁজেন। সেটি ব্যক্ত হয়েছে। এই অকৃত্রিম মায়াময় বন্ধনের মাঝে নিজের বিচ্ছিন্নতাবোধকে তিনি প্রশমিত করতে চান। উদ্দীপকের কবিও প্রাণভরে বাংলার হেমন্ত ছোঁয়া রোদ বিকেল এর সৌন্দর্য অবলোকন করেন বাংলার রূপ তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন। প্রকৃতির স্পর্শে প্রশমিত করতে চান তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ।

উদ্দীপক ১৩

বাংলা সাহিত্যের বিরলপ্রজ প্রতিভাধর সৃজনশীল কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ । পাঠক মহলেও একজন মননশীল ও নিরীক্ষানুরাগী কথাসাহিত্যিক হিসেবে বহুল পরিচিত। তাঁর সৃষ্টিতে মানব মন ও প্রবৃত্তির বিচিত্র গতিপ্রবাহ এবং সমাজ , সংস্কৃত, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সাসগ্রিক জীবনবাস্তবতার উপস্থিতি প্রবলভাবে পরিলক্ষিত। তবে এ সব কারণে তাঁর রচনায় হাস্যরসের ধারাটি উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

ক)" নলি" কী?
খ) মোদাব্বের মিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাসে গা ঢিলা করে কেন?
গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য "লালসালু"র জন্য কতটা প্রযোজ্য-- আলোচনা করো।
ঘ) "লালসালু" উপন্যাসে হাস্যরসের উপস্থিতি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান-- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপন করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) নলি হলো জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র।

খ) আক্কাস মজিদের প্রশ্নোত্তরে চুপ থাকায় তার বাবা মোদাব্বের মিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাসে গা ঢিলা করে।

`লালসালু` উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের মোদাব্বের মিয়ার ছেলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকল প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসে । কিন্তু ধূর্ত মজিদ তাকে দাড়ি নেই বলে বিভ্রান্ত করে দেয় । আক্কাস মুরব্বির সামনে আর যাই হোক বেয়াদবি না করে চুপ করে থাকে। এ অবস্থা দেখে আক্কাসের বাবা মোদাব্বের মিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাসে গা ঢিলা করে।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত সকল বৈশিষ্ট্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর "**লালসালু"**
উপন্যাসে বহুলাংশে প্রযোজ্য।
লালসালু উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ; বিষয় রীতিনীতি প্রচলিত ধারণা বিশ্বাস ; চরিত্রসমূহ একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত দরিদ্র গ্রামবাসী অন্যদিকে শঠ প্রতারক ধর্মব্যবসায়ী, শোষক ভূস্বামীর সব যথেষ্ট শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য **লালসালু উপন্যাসে** অনেকাংশে প্রযোজ্য।

ঘ) হাস্যরসের উপস্থিতি "**লালসালু**" উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান।

আমরা জানি লালসালু উপন্যাসের বিষয় যুগ যুগ ধরে শিকড়স্পর্শী অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। ঔপন্যাসিক হাস্যরসের মাধ্যমে একটি সাধারণ ঘটনাকে অসামান্য নৈপুণ্য দিতে সক্ষম হয়েছেন।

উপন্যাসে মানবমন ও প্রবৃত্তির বিচিত্র গতিপ্রবাহ সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতিসহ সামগ্রিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বিষয়গুলোর উস্থাপনায় হাস্যরওসর সৃষ্টিতেও যথেষ্ট পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন ভাষাশৈলীর সুন্দর ব্যবহারে।

উদ্দীপক ও **লালসালু** উপন্যাস পর্যালোচনায় বোঝা গেল হাস্যরস সমৃদ্ধি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনার অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য।রচনাটিকে সুখপাঠ্য ও পাঠক হৃদয়কে আগ্রহী করে তোলে, অথচ রচনার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এত বেশি থাকে যে এই হাস্যরসের গুরুত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেকারণে উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপক ১৪

ক) অশ্রুর ফোয়ারা হাতের মুঠোয় নিয়েছি তুলে,
মেখে দিয়েছি বুকের জ্বলে!

খ) তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়
দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়।।

ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলার পূর্ণ নাম কী?
খ) "ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ) প্রথম উদ্দীপকের সাথে "সিরাজউদ্দৌলা " নাটকের কার মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে? বুঝিয়ে লেখো।
ঘ) ক ও খ দুটো উদ্দীপকে "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র "--- মূল্যায়ন করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) নববি সিরাজউদ্দৌলার পূর্ণ নাম মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা

খ) ঘরের লোক বলতে নাটকে নিজের পক্ষের আত্মীয়-পরিজনদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বোঝানো হয়েছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে আত্মীয়সাবজন সবাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । তারা সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলায়। এমনকি তারা নবাবের সঙ্গে ধর্মের নামে ওয়াদা করেও বিশ্বাসঘাতকতা করে। লুৎফুন্নেসা ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা বলতে গেলে নবাব তখন প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেন।

গ) প্রথম উদ্দীপকে "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের সিরাজের মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও সাহস থাকা সত্ত্বেও প্রধান অমাত্য বর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর করুণ পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অশ্রুর ফোয়ারা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছেন নবাব সিরাজ । ব্যক্তি মানবজীবনের দুঃসহ পরাজয়ের গ্লানি

সহ্য করতে না পেরে নিজেই বলছেন এ যন্ত্রণা ও কষ্টের ভয়াবহতাকে নিজেই বুকের জ্বলে মেখে নিয়েছেন উদ্দীপকের কবিতাংশও যেন নবাব সিরাজের কথাই স্মরণ করে দিচ্ছে।

ঘ) দুটো উদ্দীপকে বাংলার স্বাধীনতা হারানোকে নিয়ে সিরাজউদ্দৌলার মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, যা মূলত "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের আংশিক ভাবই।

নাটকটির কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে নবাব সিরাজ ও ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে।

নাটকটি আবর্তিত হয়েছে পলাশী যুদ্ধের নানা ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধে দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার স্থির, প্রতিজ্ঞ , সাহসী সংকল্প নাটকের মূল উপজীব্য।

প্রথম উদ্দীপকে স্বকীয় জীবনবোধের উচ্চারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে কবি বলছেন অশ্রুর ফোয়ারা নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছি" পরের উদ্দীপকের কবিতাংশে পরাজিত জীবনের করুণ মর্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছে।কারণ দেশপ্রেম ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছেন তিনি। তাই বলতে পারি ক ও খ দুটো উদ্দীপকেই "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে।

উদ্দীপক ১৫

কাল সারা রাত
নির্ঘুম আলো আঁধারে
তোমার ছবিই
আরাধ্য চিত্রল স্বপ্ন

কেউ কি ভাবে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে
এমন মধুর
মধুরিমার জাল বুনিয়ে
একাকার হয়ে যাবে জীবন জীবনী!

ক) লোইসেল দম্পতির বাসা কোন স্ট্রিটে?
খ) "সর্বদা তার মনে দুঃখ।" -- কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখ
গ) উদ্দীপকের সাথে `মাদাম লোইসেল` এর মানসিকতার বৈশাদৃশ্য দেখাও।
ঘ) `মাদাম লোইসেল ` এর মানসিকতা যদি উদ্দীপকের কবিতাংশের মতো হতো , তাহলে নেকলেস গল্পের কাহিনি অন্যরকম হতে পারত -- মূল্যায়ন করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) লোইসেল দম্পতির বাসা মার্টার স্ট্রিটে।

খ) প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে মাদাম লোইসেলের অন্তর্বেদনাকে বোঝানো হয়েছে।

মাদাম লোইসেল মনে করেন যত সব রুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু রয়েছে, সেগুলোর জন্যই তরি জন্ম হয়েছে। ঘরের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেয়াল, জঅর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য তিনি প্রায় ব্যথিত হতেন । যদিও তার বয়সী অন্য কোন মেয়ে এ সকল খেয়াল করত না, তিনি এতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হতেন । উক্তিটি দ্বারা মাদাম লোইসেলের মনের দুঃখবোধের অবস্থাই বোঝানো হয়েছে

গ) বিত্ত বাসনায় অন্ধ মাদাম লোইসেল যার বৈসাদৃশ্য মানসিকতা উদ্দীপকে লেখকের বিত্তভাবনার বিষয়টা অনুপস্থিত।

নেকলেস গল্পের মাদাম লোইসেল দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিল এবং দরিদ্র কেরানির সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। অথচ বিলাসিতার বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ ।

উদ্দীপকে দেখতে পাই কাল সারা রাত নির্ঘুম কাটানোর কথা ব্যক্ত হয়েছে যা প্রিয়া যেন ভাবস্বপ্নের সত্যে দাঁড়িয়ে । কবি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চান যেখানে মধুর মধুরিমার জাল বুনিয়ে একাকার হয়ে যাবে দুটো সুন্দর জীবন। যা আছে তাতেই তারা জীবন সাজাবে।

ঘ) ভোগ বিলাসের প্রতি আচ্ছন্ন বিত্ত চেতনায় মগ্ন মাদাম লোইসেলের মানসিকতা যদি উদ্দীপকের কবিতাংশের মতো হতো, তাহলে নেকলেস গল্পের কাহিনি অন্যরকম হতো।

পারিবারিক অবস্থার কারণে সামান্য কেরানিকে বিয়ে করে তার মনে বেদনাভরা দুঃখ তার বেপরোয়া সব স্বপ্ন জেগে উঠত। শেষপর্যন্ত নিজেকে বিত্তবান বলে জাহির করতে গিয়ে সে জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই বিসর্জন দিতে হয়েছে।

উদ্দীপকের কবির ভাবনা একধরণের সুখ ও স্বপ্নে বিভোর। কল্পনা বিলাসী তবে বেষি কিছু চান না কবিচিত্ত প্রিয়াকে ভাবস্বপ্নের সত্যে কাছাকাছি পেতে চান। দুটো জীবন একাকার হয়ে যাবে জীবন জৈবনে। কবির ভাবনায় বিত্তকোন ভাবনা নেই, চিত্তভাবনাটাই মুখ্য।

নেকলেস গল্পের মাদাম লোইসেল বিত্ত বাসনায় অন্ধ ছিল। জনশিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে নৈশভোজের দাওয়াতে যাওয়ার সময় সে নিজেকে বিত্তশালী হিসেবে উপস্থাপনের জন্য বান্ধবী হতে নেকলেস ধার করে আনে। একসময় নেকলেসটি হারায় । তাই এ কথা সত্য মাদাস লোইসেলের মানসিকতা যদি বিত্তশীল না হয়ে উদ্দীপকের কবিতাংশে উচ্চারিত শুধু চিত্তশীল হতো তাহলে গল্পের কাহিনি অন্যরকম হতে পারতো।

#লেখ_স্বত্ব_রুহু_রুহেল
#পাঁচ_জুলাই_২০২০
#প্রয়োজনে___০১৭১২৬১৮১৬৯